রংপুর জেলার পর্যটন স্পট সমূহ

ক্রঃ নং	ট্যুরিস্ট স্পটের নাম	জেলা সদর হতে দূরত্ব	যাতায়াত ব্যবস্থা	উল্লেখযোগ্য হোটেল/মোটেল (থাকা ও খাওয়ার সুবিধাদিসহ)	উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনার নাম	স্থানীয় প্রসিদ্ধ/উল্লেখযোগ্য উৎপাদন/খাবার বা অন্য কিছু	মন্তব্য
০১	ভিন্ন জগত (রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাধীন খলেয়া গ্রামে অবস্থিত)	১৭ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/অটো রিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ভিন্ন জগতের অভ্যন্তরে গ্রীন প্যালেস আবাসিক হোটেল এবং জেলা শহরে পর্যটন মোটেল, নর্থ ভিউ, গ্রান্ড প্যালেস, আরডিআরএস, তিলোত্তমাসহ বেশ কয়েকটি হোটেল আছে।	-	শিল-বিলাতি আলু, সিঁদুর/ইঁদুর আলু, নাপা-শাক, প্যালকা, গড়ড়িয়া পিঠা, মনুয়া কলা, খটখটিয়া বেগুন, ডিম-আলু ডালের সাথে লাউ ডগা, শুটকী-পান্তা, শোলকা, সিঁদল ভর্তা, হাড়িভাঙ্গা আম রংপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং শতরঞ্জি, বেনারসী ঐতিহ্যবাহী পোশাক।	
০২	মুক্ত বিহঙ্গ (রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাধীন খলেয়া গ্রামের ভিন্ন জগৎ পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত)	ঐ	ঐ	ঐ	-	ঐ	
০৩	চিকলির বিল (রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানাধীন জলকর এলাকায় অবস্থিত)	০৪ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) রিক্সা/অটো রিক্সা/ প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	জেলা শহরে পর্যটন মোটেল, নর্থ ভিউ, গ্রান্ড প্যালেস, আরডিআরএস, তিলোত্তমাসহ বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল আছে।	-	ঐ	
০৪	দেওয়ান বাড়ির জমিদার বাড়ি (রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানাধীন সেন পাড়ায় অবস্থিত)	০২ কি.মি.	ঐ	ঐ	-	ঐ	
০৫	হাতী বান্ধা মাজার শরীফ (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন হাতিবান্ধা গ্রামে অবস্থিত)	৫০ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।	ঐ	-	ঐ	
০৬	কেরামতিয়া মসজিদ ও মাজার (রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানাধীন মুন্সি পাড়ায় অবস্থিত)	১.৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস, রিক্সা/অটোরিক্সা।	ঐ	-	ঐ	
০৭	শাশ্বত বাংলা (মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর) (রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানাধীন লালকুঠির মোড় এলাকায় অবস্থিত)	০২ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
০৮	মিঠাপুকুর তিন কাতারের মসিজদ (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন দূর্গাপুর এলাকায় অবস্থিত)	২১ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্সা	ঐ	-	ঐ	
০৯	ঝাড়বিশলা কবি হেয়াত মামুদের সমাধি (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন ঝাড় বিশলা গ্রামে অবস্থিত)	৪৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্সা	ঐ	-	ঐ	

১০	ইটাকুমারী জামিদারবাড়ি (রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলাধীন দামুর চাকলা বাজার এলাকায় অবস্থিত)	২৬ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
১	রংপুর কারমাইকেল কলেজ (রংপুর মেট্রোপলিটন তাজহাট থানাধীন লালবাগ এলাকায় অবস্থিত)	০৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) রিক্সা/অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্স	জেলা শহরে পর্যটন মোটেল, নর্থ ভিউ, গ্রান্ড প্যালেস, আরডিআরএস, তিলোত্তমাসহ বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল আছে।	-	ঐ	
১২	আনন্দ নগর (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন খয়েরবাড়ি হাসারপাড়া গ্রামে অবস্থিত)	৪৫ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
১৩	ঝড়াবিশলা		বিঃ দ্রঃ ঝড়াবিশলা নামক কোন পর্যটন স্পট নেই তবে ক্রমিক নং ০৯ এ বর্নিত ঝাড়বিশলা কবি হেয়াত মামুদের সমাধি (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন ঝাড় বিশলা গ্রামে অবস্থিত) কে পর্যটন স্পট বলা হয়।				
১৪	বড় মসজিদ (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন দূর্গাপুর গ্রামে অবস্থিত)		বিঃ দ্রঃ ক্রমিক নং ০৮ এ বর্ণিত মিঠাপুকুর থানাধীন তিন কাতারের মসজিদ'কে বড় মসজিদ বলা হয়।				
১৫	লং র‍্যাম্পার্ট কেল্লা বা গড় কুন্ডি এবং বাতাসন (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ময়েনপুর ইউনিয়নের জগদিশপুর গ্রামে অবস্থিত)	১৮ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ	-	ঐ	
১৬	বেগম রোকেয়ার বাড়ি (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন পায়রাবন্দ গ্রামে অবস্থিত)	১৪ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ	-	ঐ	
১৭	বেগম রোকেয়ার বাড়ি সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদ (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন পায়রাবন্দ গ্রামে অবস্থিত)	১৪ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
১৮	বাগদুয়ার মাউন্ড (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন উদয়নপুর গ্রামে অবস্থিত)	৩১ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ	-	ঐ	
১৯	ফুলচৌকি মসজিদ (রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন ময়েনপুর গ্রামে অবস্থিত)	৩৫ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
২০	শাহ ইসমাইল গাজীর দরগাহ (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ	৩২ কি.মি.	ঐ	ঐ	-	ঐ	

	উপজেলাধীন বড়দরগা গ্রামে অবস্থিত)						
২১	চাপড়াকোট মাউন্ড (রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন লোহানীপাড়ায় অবস্থিত)	৪১ কি.মি্	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/সিএনজি	জেলা শহরে পর্যটন মোটেল, নর্থ ভিউ, গ্রান্ড প্যালেস, আরডিআরএস, তিলোত্তমাসহ বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল আছে।	-	ঐ	
২২	লালদীঘি নয় গম্বুজ মসজিদ (রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন লালদিঘী বাজারের পার্শ্বে অবস্থিত)	৩৭ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
২৩	লালদীঘি মন্দির (রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন লালদিঘী বাজারের পার্শ্বে অবস্থিত)	৩৭ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
২৪	তাজহাট জমিদার বাড়ি (রংপুর মেট্রোপলিটন তাজহাট থানাধীন তাজহাট এলাকায় অবস্থিত)	১০ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্সা/রিক্সা	ঐ	-	ঐ	
২৫	কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহ (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন কাটাদুয়ার গ্রামে অবস্থিত)	৫০ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ	-	ঐ	
২৬	লালবিবির কবর (রংপুর মেট্রোপলিটন তাজহাট থানাধীন তামপাট এলাকায় অবস্থিত)	০৯ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্সা/রিক্সা	ঐ	-	ঐ	
২৭	স্মৃতি স্তম্ভ ও স্মারক ভাস্কর্য (রংপুর মেট্রোপলিটন তাজহাট থানাধীন কারমাইকেল কলেজ এলাকায় অবস্থিত	০৭ কি. মি.	ঐ	ঐ	-	ঐ	
২৮	***"অর্জন"*** মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ (রংপুর মেট্রোপলিটন তাজহাট থানাধীন মর্ডান মোড় এলাকায় অবস্থিত	০৮ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
২৯	"রক্ত গৌরব" (নিসবেতগঞ্জ বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ) (রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার কোতয়ালী থানাধীন নিসবেতগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত)	০৫ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	

৩০	শহীদ মিনার (রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার কোতয়ালী থানাধীন পাবলিক লাইব্রেরী টাউন হল চত্বর এলাকায় অবস্থিত)	০১.৫ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
৩১	পায়রা চত্বর (রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানাধীন পুরাতন প্রেস ক্লাব এলাকায় অবস্থিত)	০২ কি. মি.	ঐ	ঐ	-	ঐ	
৩২	একটি ফুলের জন্য (রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানাধীন শাপলা চত্বর এলাকায় অবস্থিত)	৫ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
৩৩	বধ্যভূমি (রংপুর মেট্রোপলিটন তাজহাট থানাধীন দমদম ব্রীজের পার্শ্বে অবস্থিত)	১১ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
৩৪	“প্রয়াস” বিনোদন পার্ক (রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার কোতয়ালী থানাধীন নিসবেতগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত)	০৫ কি.মি	ঐ	ঐ	-	ঐ	
৩৫	নীলদরিয়া (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন চতরা ইউনিয়নে অবস্থিত)	৫৭ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ	-	ঐ	

ক্রঃনং	প্রত্নস্থলের নাম	স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নাম ঠিকানা	জেলা সদর থেকে দিক, দূরত্ব ও উপজেল্লা	গমনাগমনের মাধ্যম ও রাস্তার বিবরণ	পর্যটকদের গমনের কারন	পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থা	পর্যটন সমাগমের সময়	স্পট নিয়ন্ত্রণকারী	পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	টিকেট সিস্টেম	নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি/ সংঘটনের নাম	স্পটের অস্তিত্ব এবং না থাকলে মালিকের নাম
০৬	কান্তজিউ মন্দির বা প্রাচীন মন্দির	০১. রনজিৎ কুমার সিংহ (এজেন্ট), পিতা-মৃত মহেশ চন্দ্র সিংহ, সাং-পাহাড়পুর, থানা-সদর, জেলা-দিনাজপুর, মোবাইল-০১৭১৫০৪৯৫৫৬ ০২.সুরেন চন্দ্র রায় (কেয়ারটেকার),পিতাঃ নচকুমার শাহা, সাং-মুকন্দ পুর (শাহা পাড়া) থানাঃ কাহারল , জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৪৯৭৭২৯৫০ ০৩.বিনয় কুমার মহন্ত, পিতাঃ খগেন্দ্র নাথ মহন্ত সাং-নধাবাড়ি, থানাঃ কাহরোল, জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৯০৯৭০৬৪৬ ০৪.আপন চন্দ্র রায়, পিতা-সরেন চন্দ্র রায় সাং- দশ মাইল, থানাঃ কাহারোল জেলাঃ দিনাজপুর, মোবাইল-০১৭২৩০১৩৪৩৯ ০৫.নূর হোসেন (চা দোকানদার), পিতাঃ মৃত সামসুল হক, সাং- নয়াবাদ, থানাঃ কাহারোল জেলাঃ দিনাজপুর, মোবাইল-০১৭১৭৯৬৭৬৫২ ০৬.মোঃ নাসের (মেম্বার), পিতাঃ মসলেম উদ্দিন সাং- ভাদগাঁ, থানাঃ কাহারোল, জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৪০৫৫২৮৪৩ ০৭. সঞ্জয় কুমার রায় (এসিস্ট্যান্ট) সাং- কান্তনগর, থানাঃ কাহারোল জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭২৩২৫২০৭৫	জেলা সদর হতে দূরত্ব ৩২ কিঃ মিঃ উত্তর দিকে কাহারোল থানা	সড়ক পথ পাকা রাস্তা	পুরাতন স্থাপনা দেখা ও ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা এবং পূজা অর্চনা করার জন্য	মন্দির কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন ও ট্যুরিস্ট পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তা	দিনাজপুর সদরে ও স্পটে আবাসন ব্যবস্থা/ রাত্রি যাপন	সবসময় (কম-বেশি) তবে ডিসেম্বর মাসে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারনে বেশি পর্যটক সমাগম হয়	জেলা প্রশাসক	সুরেন চন্দ্র রায় পিতাঃ নচকুমার শাহা, সাং-মুকন্দ পুর (শাহা পাড়া) থানাঃ কাহারল , জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৪৯৭৭২৯৫০	নাই	মন্দির কমিটি, জেলা পুলিশ ও ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তায় নিয়োজিত	অস্তিত্ব আছে

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ কান্তজীউ মন্দির একটি প্রাচীন ও মূল্যবান স্থাপত্য শৈলী। দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার ঢেপা নদীর তীরে সুন্দরপুর ইউনিয়নে এর অবস্থান। পুরো মন্দিরে প্রায় পনের হাজার পোড়া মাটির তৈরী টেরাকোটার মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী নান্দনিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্দিরটি সনাতন ধর্মের কৃষ্ণ মন্দির এবং নবরত্ন মন্দির হিসেবে পরিচিত। দিনাজপুরের তৎকালীন মহারাজা প্রাণনাথ রায় শেষ বয়সে এসে ১৭০৪ সালে এই মন্দির নির্মাণের জন্য পারস্য হতে কারিগর নিয়ে আসেন এবং তার পালিত ছেলে রামনাথ রায় পিতার মৃত্যুর পর মায়ের ইচ্ছানূযায়ী ১৭৫২ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। এই ঐতিহাসক মন্দির নির্মাণ করতে পাঁচ হাজার শ্রমিকের মাধ্যমে প্রায় আটচল্লিশ বছর সময় লাগে।

ক্রঃনং	প্রত্নস্থলের নাম	স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নাম ঠিকানা	জেলা সদর থেকে দিক, দূরত্ব ও উপজেলা	গমনাগমনের মাধ্যম ও রাস্তার বিবরণ	পর্যটকদের গমনের কারন	পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থা	পর্যটন সমাগমের সময়	স্পট নিয়ন্ত্রণকারী	পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	টিকেট সিস্টেম	নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি/ সংঘটনের নাম	স্পটের অস্তিত্ব এবং না থাকলে মালিকের নাম
০৫	প্রাচীন মসজিদ (নয়াবাদ)	০১.হাফেজ মোঃ জাহিদ হাসান, পিতাঃ মোঃ মফিজউদ্দিন, সাং- ধোবাডাঙ্গা থানাঃ নীলফামারী (বর্তমান ঠিকানা-নয়াবাদ) জেলাঃ নীলফামারী , মোবাইল-০১৭৩৪০৩৭৮৯০ ০২.ইসমত দোহা রুবেল, পিতাঃ মোঃ নুর ইসলাম সাং- নয়াবাদ, থানাঃ কাহারোল, জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৫০৬৫৪০৫৭ ০৩.আব্দুল জব্বার, পিতাঃ মৃত ইদু মোহাম্মদ সাং- নয়াবাদ, থনাঃ কাহারোল, জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৫০২৮৮৩৮২ ০৪.রবিন চন্দ্র রায় (মেম্বার), পিতাঃ সুবোত চন্দ্র রায়, সাং-নয়াবাদ, থানাঃ কাহরোল, জেলাঃ দিনাজপুর, মোবাইল-০১৭৪৩১৬৬১৬২ ০৫.শ্রি রনজন চন্দ্র শীল, পিতাঃ রমেশ চন্দ্র সেন সাং-নয়াবাদ, থানঃ কাহারেল,জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭২১৪৬৪৫৮২ ০৬.মনি চন্দ্র শীল, পিতাঃ অতুল চন্দ্র শীল থানাঃ কাহারোল, জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭২৪৩৯৪১৭১ ০৭.আরিফুল ইসলাম, পিতাঃ আব্দুল খালেক সাংঃ নয়াবাদ, থানাঃ কাহারোল, জেলাঃ দিনাজপুর মোবাইল-০১৭৭৪৫৬৭৮৭৪	জেলা সদর হতে দূরত্ব ৩৫ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিম দিকে, কাহারোল থানা	সড়ক পথ পাকা রাস্তা	পুরাতন স্থাপনা দেখা ও ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা এবং নামাজ আদায় করার জন্য	মসজিদ কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন ও ট্যুরিস্ট পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তা	দিনাজপুর সদরে ও উপজেলায় আবাসন ব্যবস্থা/ রাত্রি যাপন	সবসময় (কম-বেশি) তবে মুসলিম দের ধর্মীয় দিবসে বেশি পর্যটক সমাগম হয়	জেলা প্রশাসক	হাফেজ মোঃ জাহিদ হাসান, পিতাঃ মোঃ মফিজউদ্দিন, সাং- ধোবাডাঙ্গা থানাঃ নীলফামারী, জেলাঃ নীলফামারী (বর্তমান ঠিকানা-নয়াবাদ), মোবাইল-০১৭৩৪০৩৭৮৯০	নাই	মসজিদ কমিটি ও ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তায় নিয়োজিত	অস্তিত্ব আছে

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ দিনাজপুর জেলা শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে কাহারোল উপজেলার নয়াবাদ গ্রামে ১.১৫ বিঘা জমির উপর প্রাচীন মসজিদ (নয়াবাদ মসজিদ) নির্মাণ করা হয়েছে। কান্তজীউ মন্দির নির্মাণের জন্য ত□কালীন দিনাজপুরের মহরাজা প্রাণনাথ ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে সুদূর পারস্য হতে স্হপতি ও কারিগর নিয়ে আসেন। মুসলমান মিস্ত্রিরা নামাযের জন্য এই মসজিদটি তৈরী করেন। কান্তজীউ মন্দির তৈরীতে আগত মুসলমান স্থপতি ও শ্রমিকদের মাধ্যমে প্রাচীন মসজিদ বা নয়াবাদ মসজিদ টি নির্মিত হয়। নয়াবাদ মসজিদের ছাদে ০৩টি গম্বুজ এবং চার কোণে অষ্টভুজাকৃতির ৪ টি মিনার রয়েছে। নয়াবাদ মসজিদের নকশায় অসংখ্য টেরাকোঁটার ব্যবহার রয়েছে। এই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১২.৪৫ মিটার এবং প্রস্হ ৫.৫ মিটার। মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ১.১০ মিটার। মসজিদে প্রবেশের জন্য ০৩টি দরজা, ০২টি জানালা এবং ভিতরে ০৩টি মিহরাব, যা বহু খাঁজযুক্ত খিলানাকৃতির নকশাঁ খচিত ।

ক্রঃনং	প্রত্নস্থলের নাম	স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নাম ঠিকানা	জেলা সদর থেকে দিক, দূরত্ব ও উপজেলা	গমনাগমনের মাধ্যম ও রাস্তার বিবরণ	পর্যটকদের গমনের কারন	পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থা	পর্যটন সমাগমের সময়	স্পট নিয়ন্ত্রণকারী	পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	টিকেট সিস্টেম	নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি/ সংঘটনের নাম	স্পটের অস্তিত্ব এবং না থাকলে মালিকের নাম
০৩	দিনাজপুর জমিদার বাড়ি	০১.চিত্ত ঘোষ (সংবাদ কর্মী),পিতাঃ মনিন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং- চকবাজার চুরিপট্টি মোবাইল-০১৭১২১৪১১৩৬ ০২. হিতেন্দ্র নাথ রায় (অধ্যক্ষ দিনাজপুর সঙ্গীত ডিগ্রি কলেজ) মোবাইল-০১৭৩৭৬৬৩৮৩৩ ০৩.আব্দুর রশিদ, পিতাঃ শফিউদ্দিন আহমেদ সাং- রামনগর মোবাইল-০১৭১৬৫৩৫৯৫৭ ০৪.সিদ্দিকুর রহমান, পিতাঃ রেজাউর রহমান সাং- মুনসিপাড়া মোবাইল- ০৫.শামসুদ্দিন আহমেদ, পিতাঃ মৃত শাহাবুদ্দিন সাং- চকবাজার চুরিপট্টি মোবাইল-০১৭১৭৭২৮২২৬ ০৬.লুৎফর রহমান, পিতাঃ মৃত আব্দুল লতিফ সাং- চকবাজার মোবাইল-০১৭৩৭৩৯০৭৩৬ ০৭.আব্দুল জব্বার, পিতাঃ মৃত হাবীব সাং- চকবাজার চুরিপট্টি মোবাইল-০১৮৪৩০৮৯৯৯৩ সর্ব থানা- কোতয়ালী জেলাঃ দিনাজপুর।	দিনাজপুর জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত সদর থানা	সড়ক পথ পাকা রাস্তা	পুরাতন স্থাপনা দেখা ও ইতিহাস, ঐতিহ্য জানার জন্য	কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন ও ট্যুরিস্ট পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তা	দিনাজপুর সদরে আবাসন ব্যবস্থা/ রাত্রি যাপন	সবসময় (কম-বেশি) তবে ডিসেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত বেশি সমাগম হয়	জেলা প্রশাসক	চিত্ত ঘোষ (সংবাদ কর্মী),পিতাঃ মনিন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং- চকবাজার চুরিপট্টি, থানা- কোতয়ালী, জেলাঃ-দিনাজপুর। মোবাইল- ০১৭১২১৪১১৩৬	নাই	কমিটি কর্তৃক নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি	অস্তিত্ব আছে

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ দিনাজপুর শহর হতে ৫ কিঃমিঃ উত্তর পূর্বে অবস্থিত এই জমিদার বাড়ি । হিন্দু, মুসলিম ও ইংরেজ এই তিন যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের চিত্র সম্বলিত দিনাজপুর জমিদার বাড়ি রাজা দিনাজ এটি নির্মাণ করেন। "রাজবাটী" গ্রামের সন্নিকটে এই স্থানটি "রাজ বাটিকা" নামে বিশেষভাবে পরিচিত। অনেকের মতে, পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ইলিয়াস শাহীর শাসনামলে সুপরিচিত "রাজ গণেশ" এই বাড়ির স্থপতি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রী মন্ত দত্ত চৌধুরী দিনাজপুরের জমিদার হন। শ্রী মন্ত দত্ত চৌধুরীর ছেলের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তার ভাগ্নে "সুখদেব ঘোষ" তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। এর প্রবেশ পথের বাম দিকে মূল প্রসাদ এলাকার মধ্যে রয়েছে একটি কৃষ্ণ মন্দির।

নীলফামারী জেলার পর্যটন স্পট সমূহ

পর্যটন স্পটের নামঃ নীলসাগর দীঘি।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উম্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
১.	***নীলসাগর দীঘিঃ*** খ্রিস্টপূর্ব অস্টম হতে নবম শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিরাট রাজা পান্ডবদের এবং রাজা ভগদত্তকৌরবের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কৌরব এবং পান্ডবদের পাশা খেলা হয়। খেলার শর্ত অনুযায়ী পরাজিত হয়ে পান্ডবরা বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে বাদ্ধ হয়। পারাজিত পান্ডবরা বিরাট রাজার রাজ্যভুক্ত গোগৃহে স্বেচ্ছায় নির্বাসনের স্থান মনোনীত করেন। পান্ডবদের তৃষ্না মেটানোর জন্য বিরাট রাজা তখন এই বিশাল দীঘিটি খনন করেন। দীঘি অপভ্রংশের মাধ্যমে কালক্রমে বিরাটদীঘি বিল্টাদীঘি এবং অবশেষে বিন্নাদীঘি হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক জনাব মোঃ আঃ জব্বার এ দীঘিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কারের পাশাপাশি এর নামকরন করেন নীলসাগর।	১৪ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে, সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা	পর্যটন স্পটটি মনোরম সৌন্দর্য্যের স্থান,মাছ শিকার এবং শীতকালে সেখানে প্রচুর বিদেশী পাখির আগমন ঘটে।	ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা দিয়া থাকে।	জেলা শহরে স্বল্প মূল্যে আবাসিক হোটেলে থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সরকারী পর্যায়ের একটি রেস্ট হাউজ আছে।	সেপ্টেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত	জেলা প্রশাসন নীলফামারী	--	(১) মোঃ সাজ্জাদ রহমান, পিতা-মৃত মোখলেছার গ্রাম-ধনীপাড়া, থানা ও জেলা-নীলফামারী। মোবাঃ ০১৭৯৭৭৮১৪৮১ (২) মোঃ নুরুল ইসলাম, মোবাঃ ০১৭৬৩১২৯৭৮৯	টিকেট সিস্টেম	ট্যুরিস্ট পুলিশ	--

পর্যটন স্পটের নামঃ চিনি মসজিদ।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
২.	***চিনি মসজিদঃ*** সৈয়দপুর উপজেলা হইতে শত শত দক্ষ কারিগর ও তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এটি ১৮৬৩ সালে বিখ্যাত চিনি মসজিদ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ২৪৩টি শংকর কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল এবং তা দিয়ে মসজিদটি সাজানো হয়েছিল। মসজিদের পুরা অংশটি সম্পূর্ন বগুড়ার একটি গ্লাস ফ্যাক্টরী ২৫ মেট্রিক টন চিনামাটির টুকরা দান করেন। এই পাথরেই মোড়ানো হয় মসজিদের ৩২টি মিনার সহ ০৩টি বড় গম্বুজ। স্থানীয় ভাবে জানা যায় মসজিদের পুরা অংশ চিনামাটি দিয়ে তৈরী বলে এর নাম হয় চিনি মসজিদ।	২৫ কিঃ মিঃ	স্পটটি সৈয়দপুর থানাধীন হওয়ায় ঢাকা থেকে বাস ট্রেন, বিমানযোগে এবং জেলা শহর থেকে বাস, ট্রেন, সিএনজি ও ইজি বাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা	পর্যটন স্পটটি মনোরম সৌন্দর্য্যের এবং এতিহাসিক নাম হওয়ায়।	ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা দিয়া থাকে।	সৈয়দপুর থানা শহরে স্বল্প মূল্যে আবাসিক হোটেলে থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।	যে কোন সময়ে	স্থানীয় মসজিদ কমিটি।	--	(১)মাওঃ সাইদ রেজা (ইমাম) পিতা- মোঃ আনোয়ার সাং-গোলাহাট। মোবাঃ ০১৭১২৩৮০৯৪১ (২) মোঃ হিরা পিতা- আঃ ওয়াহেদ সাং-ইসলামবাগ উভয় থানা-সৈয়দপুর। মোবাঃ ০১৭১৮৮৪০৭৩২	উন্মুক্ত	ট্যুরিস্ট পুলিশ ও স্থানীয় মসজিদ কমিটি।	--

পর্যটন স্পটের নামঃ ভিমের মায়ের চুলা।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৩.	***ভিমের মায়ের চুলাঃ স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি আছে যে, ভিম নামক একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুঠাম দেহের অধীকারী এবং খাদক ছিলেন। একদা তিনি ৫/৭ টি মহিষ একদিনেই হত্যা করে চুলায় রান্না করে খেয়েছেন। তখন থেকেই ভিমের মায়ের আখা বা চুলা নামে পরিচিত।***	২৫ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে বাস/ সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা	--	--	--	--	(১)মোঃ আমিনুল ইসলাম,পিতা-ঝড়ুমামুদ,সাং-পুটিমারী কাচারীপাড়া থানা-কিশোরগঞ্জ।	--	(১)মোঃ আমিনুল ইসলাম,পিতা- ঝড়ু মামুদ,সাং-পুটিমারী কাচারীপাড়া। মোবাঃ ০১৩০৯৪৯০২৩৪ (২) আঃ মতিন, পিতা-মৃত ছফর উদ্দিন সাং-পানিয়ালপুকুর উভয় থানা-কিশোরগঞ্জ। মোবাঃ ০১৭৮৫৪০২২৫৭	উন্মুক্ত	ট্যুরিস্ট পুলিশ	স্থানটি সংরক্ষনের অভাবে বর্তমানে সেখানে কোন চুলার অস্তিত্ব নাই। মোঃ আমিনুল ইসলাম,পিতা-ঝড়ুমামুদ,সাং-পুটিমারী কাচারীপাড়া, থানা-কিশোরগঞ্জ। তিনি বর্তমানে উক্ত জমি চাষাবাদ করে।

পর্যটন স্পটের নামঃ হরিশ্চন্দ্রের পাঠ।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উম্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৪.	***হরিশ্চন্দ্রের পাঠঃ এটি নীলফামারী জেলার জলঢাকা থানার অর্ন্তগত খুটামারা ইউনিয়নে চারালকাঁটা নদীর দড়িাণ তীরে প্রায় এক বিঘা জমির উপর উচু ঢিবি। পরিপূর্ণ সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ টিলা হরিশ্চন্দ্রের মাঠ বা রাজবাড়ী। ঢিবির উপরে পাঁচ খন্ড বড় কালো পাথর জড়ে আছে। পাথরগুলো ঢিবির মাটিতে ডুবে যায় আবার ভেসে ওঠে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস। এখানে প্রতি বছর ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হিন্দুদের বাৎসরিক অস্টপ্রহর ও কীত্তন হয়।***	২০ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে বাস/ সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা ও কিছুটা কাঁচা রাস্তা।	এতিহাসিক নামকরনের কারনে।	স্থানীয় পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ও গ্রাম পুলিশ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ	জেলা শহরে অবস্থিত আবাসিক হোটেল।	ফাল্গুন ও চৈত্র মাস	স্থানীয় পূজা উদ্‌যাপন কমিটি	--	(১) শ্রী কোমল চন্দ্র রায়(সভাপতি) ০১৭৭৪৫৩১৮৯০ (২) কাচুরাম রায় পিতা- মৃত সোনারাম রায় সাং-হরিশ্চন্দ্রপাঠ থানা-জলঢাকা,জেলা-নীলফামারী।	উম্মুক্ত	ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং স্থানীয় পূঁজা কমিটি।	--

পর্যটন স্পটের নামঃ ধর্মপালের রাজবাড়ী।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৫.	***ধর্মপালের রাজবাড়ীঃ এটি নীলফামারী জেলার জলঢাকা থানার অর্ন্তগত ধর্মপাল ইউনিয়নের গড় ধর্মপালের পূর্বদিকে একটি ছোট নদীর তীরে ধর্মপালের রাজপ্রাসাদ ছিল। আনুমানিক ১২০০ বৎসর পূর্বে ভুমিকম্পের কারনে রাজপ্রাসাদটি মাটির নীচে ডেবে যায়। বর্তমানে সেখানে জনৈক খিতিশ চন্দ্র রায় চাষাবাদ করে।***	২৬ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে, বাস/ সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা ও কিছুটা কাঁচা রাস্তা।	--	--	--	--	--	--	(১) মোঃ নেছার উদ্দিন, (ইউপি সদস্য) পিতা- মৃত- আকাশী মামুদ, সাং- গড়ধর্মপাল, থানা- জলঢাকা,জেলা- নীলফামারী মোবাঃ ০১৭৮৩৮৬৮৫৭৭ (২) ক্ষিতশ চন্দ্র রায়। মোবাঃ ০১৭৯২৭৫১৫৮১	--	--	***স্পটের অস্তিত্ব না থাকায় জনৈক খিতিশ চন্দ্র রায় চাষাবাদ করেন।***

পর্যটন স্পটের নামঃ ময়নামতির গড় বা দূর্গ।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ)কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উম্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৬.	***ময়নামতির গড় বা দূর্গঃ এটি নীলফামারী জেলার ডোমার থানার অর্ন্তগত হরিণচড়া ইউনিয়নে অবস্থিত। প্রায় ২৫/২৬ বিঘা জমির চতুর পাশে উঁচু পাড় বা ঢিবি। মধ্যখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন চাষাবাদী ফসলী জমি। পাড় বা ঢিবিতে সরকারী বনায়ন প্রকল্প মোতাবেক গাছপালা রহিয়াছে।***	২২ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে, বাস/ সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা ও কিছুটা কাঁচা রাস্তা।	এতিহাসিক নামকরনের কারনে স্থানীয় দর্শনার্থী সেখানে যায়।	--	--	জানুয়ারী হইতে মার্চ।	--	--	(১) মোঃ মাহবুবুর রহমান(ইউপি সদস্য),পিতা-রফিকুল মাস্টার,সাং-হরিনচড়া,থানা-ডোমার। মোবাঃ ০১৭১৭৭৩৫১৬৫ (২) সভেন রায়। মোবাঃ ০১৭৬২৭৩৫৬৭৫	উম্মুক্ত	--	--

পর্যটন স্পটের নামঃ নীলকুঠি।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৭.	***নীলকুঠিঃ এটি নীলফামারী জেলা শহরে জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে নীলকুঠিয়ালদের কুঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইত । বর্তমানে অফিসার্স ক্লাব নীলফামারী হিসেবে ব্যবহৃত হইতেছে।***	০ কিঃ মিঃ	জেলা শহরের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত।	--	--	--	জেলা শহরে স্বল্প মূল্যে আবাসিক হোটেলে থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।	--	--	--	--	--	--	***বর্তমানে উক্ত স্থানটি জেলা প্রশাসক অফিসার্স ক্লাব হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।***

পর্যটন স্পটের নামঃ যাদুঘর, নীলফামারী।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উম্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৮.	***যাদুঘর নীলফামারীঃ এটি নীলফামারী জেলা জেলা প্রশাসকের পুরাতন ভবনে অবস্থিত। ব্রিটিশ এবং ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রন্তত্ত্বাত্তিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে।***	০ কিঃ মিঃ	জেলা শহরের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত।	--া	***প্রত্নত্ত্বাত্তিক নিদর্শন দেখার জন্য দেশীয় পর্যটক আসেন।***	ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা দিয়া থাকে।	জেলা শহরে স্বল্প মূল্যে আবাসিক হোটেলে থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।	শুস্ক মৌসুমে	জেলা প্রশাসন নীলফামারী	--	--	উম্মুক্ত	--	--

পর্যটন স্পটের নামঃ কুন্দপুকুর মাজার।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
৯.	***কুন্দপুকুর মাজারঃ এটি নীলফামারী সদরের অদূরে কুন্দপুকুর ইউনিয়নে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে জানা যায় কুন্দপ নামে হিন্দু রাজা ছিল। পীর মহিউদ্দি চিশতী (রঃ) মৃত্যুবরন করিলে সেখানে মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়।***	১০ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে, বাস/ সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা রাস্তা।	***মাজার জিয়ারত ও দেখার জন্য যায়।***	ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা দিয়া থাকে।	জেলা শহরে স্বল্প মূল্যে আবাসিক হোটেলে থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।	শুস্ক মৌসুমে	স্থানীয় মাজার কমিটি	--	(১) মোঃ আতাউর রহমান (খাদেম) মোবাঃ ০১৭২২০৩২৩৫১ (২) মোঃ আজিজার রহমান (খাদেম) মোবাঃ ০১৭৫০৫৮২৪১৪	উন্মুক্ত	ট্যুরিস্ট পুলিশ ও মাজার কমিটি।	--

পর্যটন স্পটের নামঃ তিস্তা সেতু(সুইচ গেট)।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
১০.	***তিস্তা সেতু(সুইচ গেট)ঃ নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার শেষ ও লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্দা থানার শেষ সীমানায় ১৯৯০ সালের ৫ আগস্ট তিস্তা নদীর উপরে তিস্তা সেতু(সুইচ গেট) নির্মিত। মুল সেতুতে ৪৪ টি সুইচ গেট বা কপাট আছে। কৃষি প্রকল্পের মুখে ০৮ টি সুইচ গেট বা কপাট আছে। এই ০৮ টি সুইচ গেটের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের জেলা তথা নীলফামারী, দিনাজপুর রংপুর অঞ্চলে শুস্ক মৌসুমে সেচ দিয়ে থাকে।***	৩৮ কিঃ মিঃ	সড়ক পথে, বাস/ সিএনজি/ ইজিবাইক যোগে যাওয়া যায়।	পাকা	পানির স্রোত এবং সুইচ গেট দেখার জন্য স্থানীয় দর্শনার্থী সেখানে যায়।	ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং পানি উন্নয়ন বোড নিরাপত্তা দিয়া থাকে।	জেলা শহরে স্বল্প মূল্যে আবাসিক হোটেলে থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।	সব সময়	পানি উন্নয়ন বোড নীলফামারী	--	মোঃ লোকমান হোসেন,পিতা- মোঃ হাসেম আলী সাং-পশ্চিম খড়িবাড়ী, থানা-ডিমলা ০১৭৮৩১৫৭৯৭০ মোঃ শরিফ পিতা- শাহ আলম সাং-হাতিবান্ধা মোবা–০১৭৫৩১৮১৮১৯	উন্মুক্ত	ট্যুরিস্ট পুলিশ নীলফামারী এবং পানি উন্নয়ন বোড নীলফামারী।	--

পর্যটন স্পটের নামঃ নীলফামারী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

ক্রঃ নং	(ক) সংযুক্ত পর্যটন স্পটের এতিহাসিক বিবরন	(খ) জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দুরত্ব	(গ) গমনাগমনের মাধ্যম	(ঘ) রাস্তার বিবরণ	(ঙ) কেন পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন	(চ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা	(ছ) পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	(জ) বছরের কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশী হয়	(ঝ) স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন	(ঞ) উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	(ট) স্থানীয় জন প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	(ঠ) পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকেট সিস্টেম	(ড) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের নাম	(ঢ) যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম
১১.	***নীলফামারী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ঃ*** এটি ১৮৮২ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'ইংলিশ হাই স্কুল' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৬৮ সনে জাতীয় করন হয়। তৎকালীন জমিদার রেবতী মোহন চৌধুরী, তমিজ উদ্দিন চৌধুরী এবং রুস্তম আলী আহমেদ নীলফামারীতে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ের নামে ১৩.২৩ একর জমি দান করেন। তখন নীলফামারী মহকুমায় চাকুরীরত কর্মচারী , ব্যবসায়ী এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা বিদ্যালয়ের নানা উন্নতি সাধিত হয়। এটি নীলফামারী শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রায় ৭/৮ একর জমি ঘিরে বিদ্যালয়ের মাঠ। সেখানে প্রতিদিন প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে এবং খেলাধুলা হয়।	০ কিঃ মিঃ	--	--	--	--	--	--	--	--	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী(প্রধান শিক্ষক)। মোবাইল নং– ০১৭১৭০১৬৬০০৪	--	--	--

পঞ্চগড় জেলার পর্যটন স্পট সমূহ

বাংলা বান্ধা জিরো পয়েন্ট

ক পর্যটন স্পটের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরন.ঃ- হিমালয়ের কো'লঘেঁষে বাংলাদেশের সর্বোত্তরের উপজেলা তেঁতুলিয়া। এই উপজেলার ১নং বাংলাবান্ধা ইউনিয়নে অবস্থিত বাংলাদেশ মানচিত্রের সর্বোত্তরের স্থান বাংলাবান্ধা জিরো (০) পয়েন্ট ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর। এই স্থানে মহানন্দা নদীর তীর ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন প্রায় ১০ একর জমিতে ১৯৯৭ সালে নির্মিত হয় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, নেপালের সাথে বাংলাদেশের পণ্য বিনিময়ও সম্পাদিত হয় বাংলাবান্ধা জিরো (০) পয়েন্টে। সম্প্রতি এ বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া নেপাল ও ভুটানের সাথেও এ বন্দরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র স্থলবন্দর যার মাধ্যমে তিনটি দেশের সাথে সুদৃঢ় যোগাযোগ গড়ে উঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। (সূত্রঃ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ভ্রমন বিষয়ক ওয়েবসাইট ও গাইড)

খ। জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দূরত্বঃ- ৫৬ কিঃ মিঃ

গ। গমনাগমনের মাধ্যম ঃ- সড়ক পথ।

ঘ। রাস্তার বিবরন ঃ-পাকা ।

ঙ। কেনো পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরন ঃ-স্থল বন্দর ও জিরো পয়েন্ট দেখার জন্য।

চ। পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা ঃ-থানা পুলিশ ও বিজিবি ।

ছ। পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা ঃ-জেলা সদরে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল।

জ। বছরে কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশি হয়। ঃ-নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত।শীত কালে বেশি হয়,গ্রীষ্ম কালে ও বর্ষা কালে আবহাওয়া জনিত কারনে পর্যটক কম হয়।

ঝ। স্পটটি বর্তমানে কারা নিয়ন্ত্রন করছেনঃ-বন্দর কতৃপক্ষ ও বিজিবি ।

ঞ। উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ-মোঃ জাহিরুল ইসলাম গ্রামঃ ফুটকি বাড়ি ,থানাঃ তেঁতুলিয়া, জেলাঃ পঞ্চগড়, মোবাইল নংঃ০১৭৩৪১৫৩১৯৩।

ট। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা। বাংলাবান্ধা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ কুদরত–ই–খুদা(মিলন) গ্রামঃ বাংলবান্ধা , থানাঃ তেঁতুলিয়া, জেলাঃ পঞ্চগড়। মোবাইলঃ ০১৭১৩৭৬৯৬৫৬

ঠ। পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকিট সিস্টেম ঃ- উন্মুক্ত।

ন। নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা সংঘটনের নাম ঃ- বিজিবি ও থানা পুলিশ।

প। যদি কোন অস্তিত্ত না তাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম ঃ-প্রযোজ্য নয়।

ফ। অন্য কোন কিছু উল্লেখ করার মত যদি থাকে তাহলে তার বিস্তারিত বিবরন ঃ- নাই।

তেতুঁলিয়া পিকনিক কর্নার

ক। পর্যটন স্পটের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরন ঃ- পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলা সদরে তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত একটি পিকনিক কর্ণার রয়েছে। উক্ত স্থান টি মহানন্দা নদীর তীর ঘেঁষা ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন (অর্থাৎ নদী পার হলেই ভারত) সুউচ্চ গড়ের উপর সাধারণ ভূমি হতে প্রায় ১৫ হতে ২০ মিটার উচুতে পিকনিক কর্ণার অবস্থিত। উক্ত স্থান হতে হেমন্ত ও শীতকালে কাঞ্চন জংঘার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। বর্ষাকালে মহানন্দা নদীতে পানি থাকলে এর দৃশ্য আরও বেশী মনোরম হয়। শীতকালে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য অনেক দেশী- বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটে।(সূত্রঃ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ভ্রমন বিষয়ক ওয়েবসাইট ও গাইড)

খ। জেলা শহর থেকে পর্যটন স্থলের দূরত্ব ঃ- ৩৮ কিঃ মিঃ

গ। গমনাগমনের মাধ্যম ঃ- সড়ক পথ।

ঘ। রাস্তার বিবরন ঃ-পাকা ।

ঙ। কেনো পর্যটক সেখানে যায় তার বিবরনঃ-প্রাকৃতিক সোন্দর্য দর্শনে।

চ। পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধা ঃ-থানা পুলিশ টহল ডিউটিতে নিয়োজিত থাকে।

ছ। পর্যটকদের আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা ঃ-জেলা সদরে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল ও তেতুলীয়া ডাকবাংলো।

জ। বছরে কোন সময় পর্যটক সমাগম বেশি হয় ঃ-নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ।শীত কালে বেশি হয়,গ্রীষ্ম কালে ও বর্ষা কালে আবহাওয়া জনিত কারনে পর্যটক কম হয়।

ঝ। স্পটটি বর্তমান কারা নিয়ন্ত্রন করছেনঃ-জেলা প্রশাসন।

ঞ। উক্ত পর্যটন স্থলের পর্যটন বান্ধব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ-মো ঃ হাফিজুল ইসলাম গ্রামঃ মমিনপাড়া, থানাঃ তেঁতুলিয়া, জেলাঃ পঞ্চগড়, মোবাইল নংঃ০১৭১৮২৯১২২৯

ট। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা ঃ- ইউপি চেয়ারম্যান কাজী আনিছ,গ্রামঃ তেঁতুলিয়া, থানাঃ তেঁতুলিয়া, জেলাঃ পঞ্চগড়, মোবাইল নংঃ ০১৭১৭৫৫৮৬৭৩।

ঠ। পর্যটন স্পটটি উন্মুক্ত নাকি টিকিট সিস্টেম ঃ- উন্মুক্ত।

ন। নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যাক্তি অথবা সংঘঠনের নাম ঃ-থানা পুলিশ ।

প। যদি কোন স্পটের অস্তিত্ব না তাকে তাহলে কেন নাম আসলো এবং বিলিন হওয়ার কারন ও জায়গার বর্তমান মালিকের নাম ঃ-প্রযোজ্য নয়।

ফ। অন্য কোন কিছু উল্লেখ করার মত যদি থাকে তাহলে তার বিস্তারিত বিবরন ঃ-নাই।

গাইবান্ধা জেলার পর্যটন স্পট সমূহ

ক্রঃ নং	ট্যুরিস্ট স্পটের নাম	জেলা সদর হতে দূরত্ব	যাতায়াত ব্যবস্থা	উল্লেখযোগ্য হোটেল/মোটেল (থাকা ও খাওয়ার সুবিধাদিসহ)	উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনার নাম	স্থানীয় প্রসিদ্ধ/উল্লেখযোগ্য উৎপাদন/খাবার বা অন্য কিছু	মন্তব্য
০১	বালাসী ঘাট, গাইবান্ধা (গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত)	০৯ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) সিএনজি/অটো রিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	এসকেএস ইন, গণউন্নয়ন কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল জেলা সদরে আছে।	-	রসমঞ্জরি গাইবান্ধা জেলার বিখ্যাত মিষ্টিয় খাবার।	-
০২	ঘেগার বাজার মাজার (গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাহপুর উপজেলাধীন ঘেগার বাজার অবস্থিত)	২২ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) রিক্সা/অটো রিক্সা/ প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস)	ঐ		ঐ	
০৩	গাইবান্ধা পৌরপার্ক (গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন পৌর এলাকায় অবস্থিত)	০১ কি.মি.	ঐ	ঐ		ঐ	
০৪	শাহ সুলতান গাজীর মসজিদ (গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন ঘাগোয়া এলাকায় অবস্থিত)	১০ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	
০৫	বর্ধনকুঠি (গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন বর্ধনকুঠি অবস্থিত)	৪৩ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/অটো রিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
০৬	নলডাঙ্গার জমিদারবাড়ি	২২ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	

	(গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন নলডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত)						
০৭	বামনডাঙ্গার জমিদারবাড়ি (গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন বামনডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত)	২২ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
০৮	ভরতখালীর কাঠকালী (গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন ভরতখালী অবস্থিত)	২০ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) সিএনজি/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্সা	ঐ		ঐ	
০৯	কাদিরবক্স মন্ডলের মসজিদ (গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি পৌরসভায় অবস্থিত)	২০ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
১০	বিরাট বাজার ঢিবি (গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাহার ইউনিয়নে অবস্থিত)	৫৮ কি.মি.	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/সিএনজি/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
১১	দরিয়ার দুর্গ মাউন্ড ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দরগাহ (গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত)	৩০ কি.মি.	ঐ	ঐ		ঐ	

জেলা-কুড়িগ্রাম

ক্রঃ নং	ট্যুরিস্ট স্পটের নাম	জেলা সদর হতে দূরত্ব	যাতায়াত ব্যবস্থা	উল্লেখযোগ্য হোটেল/মোটেল (থাকা ও খাওয়ার সুবিধাদিসহ)	উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনার নাম	স্থানীয় প্রসিদ্ধ/উল্লেখযোগ্য উৎপাদন/খাবার বা অন্য কিছু	মন্তব্য
১০	চান্দামারী মসজিদ (কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলাধীন রাজরহাটা ইউনিয়নে মন্ডলপাড়া গ্রামে অবস্থিত)	১৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস/অটোরিক্স	ডিকে, আরজি, মেহেদি, অর্ণব প্যালেস, স্মৃতি, নিবেদিকা, মিতা রেস্ট হাউজ সহ বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল জেলা সদরে আছে।		ক্ষীর লালমোহন ও তিস্তা নদীর বৈরাতি মাছ কুড়িগ্রাম জেলার ঐতিহ্যবাহী খাবার।	
১১	ভেতরবন্দ জমিদার বাড়ি (কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভেতরবন্দা ইউনিয়নে ভেতরবন্দ গ্রামে অবস্থিত)	১৬ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	
১২	রনবীর চন্দ্র/পাঙ্গা জমিদার বাড়ি ধ্বংসাবশেষ (কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলাধীন ছিনাই ইউনিয়নে অবস্থিত)	০৫ কি.মি.	ঐ	ঐ		ঐ	
১৩	সিন্দুর মতি দীঘি (কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট	১৫ কি.মি.	ঐ	ঐ		ঐ	

	উপজেলাধীন পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে মন্ডলপাড়া গ্রামে অবস্থিত)						
১৪	সর্দারপাড়া জামে মসজিদ (কুড়িগ্রাম জেলার সদর থানাধীন সর্দারপাড়া গ্রামে অবস্থিত)	০১ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	
১৫	মেকুরটারী শাহী মসজিদ (কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলাধীন পূর্ব ব্যাপারীপাড়া এলাকায় অবস্থিত)	১৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
১৬	মুন্সিবাড়ি কুড়িগ্রাম (কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলাধীন ধরনীবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত)	২১ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	
১৭	শহীদ মিনার ও স্মৃতিফলক (কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় কলেজ মোড়ে অবস্থিত)	০ কি.মি.	ঐ	ঐ		ঐ	

লালমনিরহাট জেলার পর্যটন স্পট সমূহ

ক্রঃ নং	ট্যুরিস্ট স্পটের নাম	জেলা সদর হতে দূরত্ব	যাতায়াত ব্যবস্থা	উল্লেখযোগ্য হোটেল/মোটেল (থাকা ও খাওয়ার সুবিধাদিসহ)	উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনার নাম	স্থানীয় প্রসিদ্ধ/উল্লেখযোগ্য উৎপাদন/খাবার বা অন্য কিছু	মন্তব্য
১	তিন বিঘা করিডোর ও দহগ্রাম আঙ্কর পোতা ছিটমহল (লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় দহগ্রামে অবস্থিত)	১১৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) ট্রেন/বাস/মাইক্রোবাস/ প্রাইভেট কার	নর্থ বেঙ্গল, মিশন, দোয়েলসহ বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল জেলা সদরে আছে।		সিঁদল ভর্তা লালমনিরহাট জেলার বিখ্যাত খাবার।	
২	কাকিনা জমিদারি ও জমিদার বাড়ি (লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় কাকিনা ইউনিয়নে অবস্থিত)	৩৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) বাস/অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
৩	বুড়িমারী স্থল বন্দর (লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় বুড়িমারী ইউনিয়নে অবস্থিত)	৯৯ কি.মি	রেলপথ/সড়ক পথ ট্রেন/বাস/মাইক্রোবাস/প্রাইভেটকার	ঐ		ঐ	
৪	গোরড় বিল (লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় গোড়ল ইউনিয়নে অবস্থিত)	১৪ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	

৫	তিস্তা ব্যারেজ ও অবসর রেস্ট হাউজ (লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় গড্ডিমারী ইউনিয়নে অবস্থিত)	৮৫ কি.মি	রেলপথ/(পাকা) সড়ক পথে- ট্রেন/বাস/মাইক্রোবাস/কার	ঐ		ঐ	
৬	কালীবাড়ি মন্দির ও মসজিদ (লালমনিরহাট জেলা সদর উপজেলায় অবস্থিত)	০১ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/রিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	
৭	বিমানঘাটি তিস্তা রেলসেতু (লালমনিরহাট জেলা সদর উপজেলায় অবস্থিত)	১৪ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	
৮	লালমনিরহাট জেলা যাদুঘর (লালমনিরহাট জেলা সদর উপজেলায় পূর্ব থানাপাড়া অবস্থিত)	০২ কি.মি	ঐ			ঐ	
৯	নিদারিয়া মসজিদ (লালমনিরহাট জেলা সদর উপজেলায় পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে অবস্থিত)	০৯ কি.মি	ঐ	ঐ		ঐ	
১০	শহীদ স্মৃতি ফলক (লালমনিরহাট জেলা সদর উপজেলায় অবস্থিত)	০০ কি.মি.	ঐ	ঐ		ঐ	
১১	৬ নং সেক্টর বুড়িমারী (লালমনিরহাট জেলা পাটগ্রাম উপজেলায় বুড়িমারী ইউনিয়নে অবস্থিত)	৯৯ কি.মি	রেলপথ/পাকা সড়ক পথে ট্রেন/বাস/মাইক্রোবাস/ প্রাইভেট কার	ঐ		ঐ	
১২	হালা বটের তল (লালমনির হাট সদর থানাধীন কুলাঘাট এলাকায় অবস্থিত)	০৫ কি.মি	সড়ক পথে (পাকা রাস্তা) অটোরিক্সা/রিক্সা/প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস	ঐ		ঐ	